আধ্যাত্মিকভাবে করোনা-কে মোকাবিলা করুণ : Face Corona Spiritually

বর্তমানে বলা যায় হরতাল-অবরোধ চলছে। হরতাল-অবরোধের সাথে বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশী পরিচিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচী, যা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়েছিল। বেশকিছু ক্ষেত্রে এর ধারাবাহিকতার কাংখিত সাময়িক পরিবর্তন এসেছিল। সেইসব হরতাল-অবরোধ মানুষ করেছিল মানুষের বিরুদ্ধে। এবারের হরতাল-অবরোধ মানুষ নিজের বিপরীতে সেচ্ছায় করতে বাধ্য হচ্ছে বলে মনে করছে। কিন্তু এটি আরোপিত হয়েছে আল্লাহ্-র তরফ থেকে। আল্লাহ্'র আহবান, মানুষকে পরিবর্তিত হতে হবে। অন্যথায় এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না। বিষয়টি কতটুকু যেতে পারে তা ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই পরিস্কার বোঝো যাবে। মুসলিম-অমুসলিম সবাই সবধরণের সীমা লংঘন করে পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতিপালক বিষয়টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত। তাঁর পক্ষ থেকে এটি সতর্ক বার্তা। সংশোধিত না হলে আরো বড় আযাব অপেক্ষা করছে। এইরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিমগণ এবারের রমাদ্বান শুরু করতে যাচ্ছে।

মানুষ ব্যক্তি জীবনে নিয়মিত বিভিন্ন দূযোর্গের সম্মূখীন হয় এবং আঞ্চলিকভাবে মাঝে মাঝে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে, সবকিছু আল্লাহ্'র নিয়ন্ত্রণে। ফলে সে তার সীমিত জ্ঞানের চর্চাকেই একমাত্র পন্থা মনে করে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করে এবং বার বার হতাশ হয়। আল্লাহ্'র উপর যারা বিশ্বাস করে বলে দাবী করে তারাও চরম পরিস্থিতিতে আল্লাহ্'র উপর ভরসার বিষয়টি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা ধারণ করতে পারে না। ফলে তারাও বিছিন্নতা এবং হতাশায় নিম্মজ্জিত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষ আল্লাহ্-কে যত না ভয় পাচ্ছে তারচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছে করোনা ভাইরাস-কে। তার বুঝের মধ্যে নেই যে আল্লাহ্ শুধু তাকে সৃষ্টি করেনি, তার সবধরণের চাহিদা এককভাবে পূরণ করে তার প্রতিপালনের দায়িত্বে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছেন।

কতগুলো মৌলিক বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন আমাদের রাব্ব। রাব্বের সংজ্ঞা সঠিকভাবে জানা এবং উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাব্বের প্রথম মাত্রা হলো তিনি হলেন আমাদের প্রভু ফলে আমরা তাঁর দাস। দ্বিতীয় মাত্রা হলো তিনি হলেন প্রতিপালক, অর্থাৎ তিনি আমাদের সবধরণের চাহিদা এককভাবে পূরণ করেন এবং আমাদের দেখাশোনা করেন। তৃতীয় মাত্রা হলো তিনি উপহার/অনুগ্রহ দাতা, অর্থাৎ তিনি আমাদের উপহার সরূপ সব দিয়ে থাকেন, তাঁর কাছে থেকে আমরা যা পাই সেটা আমাদের কাজের কামাই হিসেবে হিসাব মিলাতে পারি না। চতুর্থ মাত্রা হল তিনি হলেন আল ক্যাইয়ুম, যিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের সব কর্মকান্ডকে ধারণ করে আছেন এবং পরিচালনা করছেন যার ভিতরে আপনি এবং আমিও অন্তর্ভূক্ত। পঞ্চম মাত্রা হল তিনি হলেন আস স্যায়্যিয়াদ, যিনি সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ফলে আমাদের আল্লাহ্-কে রাব্ব হিসেবে ভালভাবে চেনা উচিত। রাব্ব হিসেবে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিটি মূহূর্তের। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সূরা বাকারাহ্'র প্রথম ২০ আয়াতে আল্লাহ্ তিন ধরনের মানুষকে বর্ণনা করে সমগ্র মানুষজাতিকে তাদের রাব্বের ইবাদত করতে আহবান করেছেন এবং বলেছেন যে এই রাব্বই তাদের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি আমাদের রাব্ব।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ২:২১ হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে, তোমরা তাকওয়া** অর্জন করতে পার। People, worship your Lord, who created you and those before you, so that you may be mindful [of Him]

** তাকওয়া বলতে আল্লাহ্ সচেতনতার পাশাপাশি নিজেকে রক্ষা করার উদ্যোগকেও বোঝায়।

মানুষের রুহ জগতকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেকের রুহকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কী তোমাদের রাবব নই ?" সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিলাম " অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিলাম"।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ ৭:১৭২ আর স্মরণ করো! তোমার প্রভু আদমের বংশধরদের থেকে -- তাদের

পৃষ্ঠদেশ থেকে -- তাদের সন্তান-সন্ততি এনেছিলেন, আর তাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিইয়েছিলেন -- "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?'' তারা বলেছিল -- "হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'' এজন্য যে পাছে তোমরা কিয়ামতের দিনে বলো -- "আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলাম,'' --

অতএব আমরা যদি রাব্ব-কে প্রকৃতভাবে চিনে থাকি এবং অনুধাবন করি তাহলে করোন ভাইরাসের ভয় আমাদের মধ্যে থাকবে না বরং আল্লাহ্'র ভয় বেশী জাগ্রত হবার কথা। যে রাব্ব আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের প্রতিপালন করছেন তিনি কেন এই ভাইরাসকে আমাদের আক্রমণ করার সক্ষমতা দিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে সুস্পষ্ট করে প্রদান করেছেন (৩০:৪১, ৪২:৩০, ৮:৫৩, ৮:২৫, ৩২:২১) এবং এখান থেকে কীভাবে উত্তোরণ সম্ভব তাও কুরআন (৮:৩৩) এবং সুন্নাহ্'য় বর্ণিত হয়েছে।

মানুষ-এর মন্দ কাজের কিছু পরিণতি হিসেবে এবং পরীক্ষা সরূপ এই ভাইরাস বিপর্যয় মানুষের উপর আপতিত হয়েছে, যা বর্ণিত হয়েছে আয়াতসমূহে। ঘটনার মূল কারণটি নিরূপন সঠিকভাবে না হলে এর প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। এই বিষয়ে মতভেদ থাকার কথা নয়। এই পরিণতি মানুষের হাতের কামাই এটি যেমন একটি সত্য তেমনি আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমেই এটি ঘটছে এই বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই। মানুষের সীমা লংঘন এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। এই সীমা লংঘন শুধুমাত্র একটি বিষয়ে নয়। অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। প্রথমত মানুষ আল্লাহ্'র প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, দ্বিতীয়ত মানুষ মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণের সীমা লংঘন করেছে এবং তৃতীয়ত মানুষ আল্লাহ্ অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি সীমাহীন মাত্রায় জুলুম করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ফলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের প্রথম ধাপ হল আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর প্রতি বিনয়ী হয়ে ব্যাকুলভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা। ক্ষমা চাওয়ার প্রথম দাবী হল নিজেকে সংশোধন করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। দ্বিতীয় ধাপ হল আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান অনুসারে পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেয়া।

আমাদের মধ্যে কেউ শুধু প্রথমটির আংশিক বাস্তবায়নে ব্যস্ত কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অর্থাৎ মুখে ক্ষমার বাক্য উচ্চারণ করে ফেনা তুলে ফেলছি অথচ নিজেকে সংশোধন করার উদ্যোগ নিচ্ছি না এবং নিজের প্রতিরক্ষার কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে অনিহা প্রদর্শন করছি।
দ্বিতীয় দলটি প্রথম বিষয়টি আমলে নিতে একেবারেই রাজি নয়। দ্বিতীয়টি নিয়ে ব্যস্ত।
তৃতীয় দল প্রথম বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন প্রথমটির উপর। ফলে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দল প্রায় একাইভাবে আচরণ করছে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রয়োজন। ভারসাম্য বজায় রেখে প্রথম বিষয়টির উপর প্রাধন্য দিতে হবে এবং দ্বিতীয় বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়া শুরু করলে বেশীরভাগ মানুষ প্রথম বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। তখন তারা যদি ব্যাকুল হয় তবে আল্লাহ্ এই আযাব হালকা করে দিতে পারেন। আর আমরা যদি প্রথম থেকে সংশোধনের কাজটি ঠিকভাবে করতে পারতাম তাহলে কঠিন পরিস্তিতির আগেই আমাদের জন্য স্বস্তিকর অবস্থা আসতে পারত। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই ধরণের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছিল। সেখান থেকে বোঝা যায় যে, পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুণ। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথটি দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্ আমাদের সেই সঠিক পথটি অবলম্বনের সামর্থ্যতা দান করুন। আল্লাহ্ এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের দুনিয়া এবং আখিয়ারাতে কল্যাণ দান করুণ।

বর্তমানে করোনা ভাইরাস মানুষকে যতনা কষ্ট দিচ্ছি তারচেয়ে অনেক বেশী কষ্ট দিচ্ছে অন্য মানুষ। তাকওয়াবিহীন, ভারসাম্যহীন অপপ্রচারের ফলে এই পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তি হতে পারে আমাদের খুবই নিকট আত্নীয়। তাকে দেখাশোনা করবে তারই নিকট আত্নীয়। ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ভয়ে কী একজন মা তার সন্তানকে রাস্তায় ফেলে দেবে ? কিন্তু মিডিয়ায় তাকওয়াবিহীন অপপ্রচারের ফলে এই রকম পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা রুগীদের চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। ফলে সাধারণ রুগীরা

সীমাহীন দূর্ভোগে আপতিত হচ্ছে। করোনা আতংক মানুষ মানুষে সংঘাত সৃষ্টি করছে যা মোটেই কাংখিত নয়। করোনা সংক্রমনিত হয় কিন্তু আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া এটির কোনো ক্ষমতা নেই। ফলে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। যাতে করে মানুষের প্রতি সর্বোত্তম আচরণের সুন্নাহ বিঘ্নিত না হয়। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠব। এবং এইরকম বিপর্যয়ের সময়ই এই আস্থাটি অর্জন করা সম্ভব, যা হতে পারে আমাদের বাকী জীবনের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

করোনা ভাইরাসের বাস্তবতার কঠিন পূর্বাভাস নিয়ে আমরা রমাদ্বান মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। রমাদ্বান মাস মুসলিমদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের মাস। আল্লাহ্'র কিতাবের সাথে সম্পর্কটি পূনর্জাগিত করার মাস। কিতাব অনুযায়ী জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার মাস। আল্লাহ্ সচেতনতা বাড়িয়ে জীবন পরিবর্তনের মাস। আল্লাহ্'র সাথে আমাদের সম্পর্কটি সুগভীর করার মাস। ফলে করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের কার্যকর পদক্ষেপ এই মাসেই নেয়া যেতে পারে। এবং এবার এই উদ্যোগ না নেয়ার অন্য কোন বিকল্প নেই। কারণ এখন পর্যন্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী আসন্ন রমাদ্বান মাস থেকে বাংলাদেশে এই ভাইরাসের আক্রমণের ভয়াবহতাটি প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। রমাদ্বান মাস আমাদের জন্য একটি বড় রক্ষাকবচ হতে পারে। যদি আমরা এই মাসের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। এতদিন প্রচলিত লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে, কুরআন এবং রাসুল (সাঃ) এর সহীহ সুন্নাহ্ মোতাবেক আসন্ন রমাদ্বান মাসের কার্যক্রমগুলো সুসম্পন্ন করি। সুরা বাকারাহয় সিয়ামের আয়াতটি (২:১৮৩) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এটি প্রায় উক্ত সুরার ২:২১ নং আয়াতের মতো। উভয় আয়াতের শেষে রয়েছে " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ যাতে করে/আশাকরা যায়/সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" তাকওয়া অর্জন বলতে আল্লাহ্ সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা অর্থটি বিশেষভাবে বোঝায়।

করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ মৃত্যুকে ভয় করছে, করোনা আক্রান্ত অবস্থায় শারিরীক-মানসিক কষ্টকে ভয় করছে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কঠিন পরিস্থিতির ভয় করছে। অথচ কতজন মৃত্যুর পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ভয় পাচ্ছে ? মুসলিমদের মৃত্যুর পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত। এটিই তাদের আধ্যাতিকতার মূল বিষয়। অবশ্যই বাঁচতে চাইবে নিজেকে সংশোধন করার জন্য, আরো কিছু ভালো কাজ করার জন্য। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরী করাই হলো তার ঈমানের মূল বিষয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে একজন তাকওয়াবান মানুষ করোনা আক্রান্ত মানুষ থেকে পালাবে না। বরং নিজের সুরক্ষার জন্য সামর্থ্য অনুসারে সতর্কতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ উপর ভরসা করে সেই ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করাটাই একজন মুসলিম তার কল্যাণের সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। ফলে সঠিক মনোভাবটি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এবং ভারসাম্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক সচেতনার মাধ্যমেই এটি গড়ে সম্ভব হবে। আল্লাহ্ আমাদের হিদায়েত দান করুন।

আল্লাহ্'র কাছে ব্যাকুলভাবে দোয়া করাটা আমাদের মুক্তির একটি প্রধান রাস্তা। আল্লাহ্ সুরার ফুরকানের শেষ আয়াতে বলেছেন:
قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ ২৫:৭৭ বলো -- "তোমাদের দোয়া না থাকলেও আমার প্রভুর কিছু যায় আসে না, কিন্তু তোমরা তো প্রত্যাখ্যানই করেছ, সেজন্য শীঘ্রই অনিবার্য শাস্তি আসছে।''

দোয়া শক্তিশালী হাতিয়ার:

আমরা যদি দোয়া না করি তাহলে আমাদের জন্য অনিবার্য শাস্তি অবধারিত। ফলে আমাদের দোয়া করতে হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা ভালকাজের উসিলায় আল্লাহ্ কাছে দোয়া করতে পারি। এসংক্রান্ত সহীহ বুখারীর (গ্রন্থ:সহীহ বুখারী (ইফাঃ) / হাদিস নাম্বার: ৩২১৯) হাসীসে পূর্ববর্তী জেনারেশনের একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উক্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সারাংশ হলো: তিনজন ব্যক্তি একটি বৃষ্টিময় দিনে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হঠাৎ গুহাটির মুখ একটি পাথর দ্বারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা ব্যাকুলভাবে আল্লাহ্'র কাছে তাদের প্রত্যেকের অতীতে একটি ভালকাজের উছিলায় দোয়া করেছিল এবং আল্লাহ্ তাদের দোয়া কবুল করেছিলেন এবং অলৌকিকভাবে সেই পাথর সরিয়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। উক্ত হাদীসে প্রথম ব্যক্তি তার কর্মচারীর বকেয়া বেতন লাভ সহ (সুদ নয়) ফেরত দিয়েছিলেন বিচারের দিনে আল্লাহ্'র বিচারের ভয়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পিতামাতার সেবা করতে অবিচল ছিলেন যদিও তার পরিবারের অন্য সদস্যগণ কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল এবং এটি তিনি করেছিলেন মূলত আল্লাহ্'র ভয়ে। এবং তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্'র ভয়ে যিনা করার নিশ্চিত সুযোগকে পরিহার করেছিল আল্লাহ্'র ভয়ে।

ফলে উক্ত হাদীসের সাথে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মিলালে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা অতীতের যেকোনো একনিষ্ট ভালো কাজের উছিলায় আল্লাহ্'র কাছে দোয়া করলে আল্লাহ্ অবশ্যই দোয়া কবুল করবেন। অতীতে ভালকাজ খুঁজে না পাওয়া গেল বর্তমান পরিস্থিতিতে আল্লাহ্'র ভয়ে নিজেকে যিনা থেকে বিরত রাখি, পিতামাতার হক আদায় করি, মানুষের হক আদায়ে সচেষ্ট হই এবং এইকাজগুলোর উছিলায় আল্লাহ্'র কাছে ব্যাকুলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আল্লাহ্'র সাথে আমাদের গভীর সম্পর্কটি অনুধাবণ করি এবং নিজেকে সংশোধন করি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের মানুষ সামষ্টিকভাবে একটি ভালকাজ করেছে। তাহল, নির্যাতিত রোহিঙাদের আশ্রয় দিয়েছিল। এই কাজের উসিলায় বাংলাদেশের রাস্ট্র প্রধান এবং যারা এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা বিশেষভাবে দোয়া করতে পারেন, যা অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে। তবে অবশ্যই আল্লাহ্ উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকাটা তার পূর্বশর্ত।

ইতিপূর্বে এসংক্রান্ত আলোচনায় বেশ কিছু দোয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত বিভিন্ন মানুষের সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি। উক্ত সংবাদ পেয়ে হতাশায় না ভুগে তার জন্য নিচের দোয়াটি করতে পারি। যেটা পরোক্ষভাবে নিজের জন্য দোয়া হিসেবে কাজ করবে ইন-শায়া-আল্লাহ্। তবে দোয়াটি বুঝে করতে হবে। এই দোয়ায় ابْتَلاكَ শব্দটিতে "কা" সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। যদি সেই ব্যক্তি আপনার সামনে না থাকেন তাহলে "কা" এর পরিবর্তে পুরুষ হলে "হু" এবং মহিলা হলে "হা-" পড়তে পারেন। যদি অনেক মানুষ হয় তবে "হুম" পড়তে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আপনাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের উপরে আমাকে অধিক সম্মানিত করেছেন।
তিরমিযী ৫/৪৯৪, ৫/৪৯৩, নং ৩৪৩২। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৫৩।

গ্রন্থ:সহীহ বুখারী (ইফাঃ) / হাদিস নাম্বার: ৩২১৯

https://sunnah.com/bukhari/60/132

Asking Allah for help through ones performed good deeds

৩২১৯ ইসমাঈল ইবনু খালীল (রহঃ) ... ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদের বলল, বন্ধুগণ আল্লাহর কসম! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে।

তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মযদুর ছিল। সে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। সে মযদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভিটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক 'ফারাক' চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরীদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল।

তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাঁদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম,

যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদের দুধ পান করাইনি। কেননা, তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানটি আমি পছন্দ করি নি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়ে দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগ্রত হবার) অপেক্ষা করছিলাম। আপনি জানেন যে, একাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই, আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তারপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল।

অপর ব্যাক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু সে একশ দ্বীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) প্রদান ব্যতিত ঐ কাজে রাজি হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিত মুদ্রাসহ তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধ ভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরুকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষনাৎ সরে পড়লাম এবং স্বর্ণ মুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করে ছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ. فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ. فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاىَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ".

(This Hadith indicates that one can only ask Allah for help directly or through his performed good deeds. But to ask Allah through dead or absent prophets, saints, spirits, holy men, angels etc. is absolutely forbidden in Islam and it is a kind of disbelief.)